বিভিন্ন প্রকার অভাব ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : বৈশেষিক দর্শন স্বীকৃত সপ্তম পদার্থ হলো অভাব। অন্নং ভট্ট অভাবের কোনো লক্ষণ দেন নি। তবে সাধারণভাবে অভাব হলো নঞর্থক জ্ঞানের বিষয় বা অনুযোগী-প্রতিযোগ সম্বন্ধ। অন্নম্ ভট্ট তর্কসংগ্রহে অভাবের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে অভাব চার প্রকার, যথা— (ক) প্রাগভাব (খ) ধ্বংসাভাব (গ) অত্যন্তাভাব এবং (ঘ) অন্যোন্যা ভাব।

(ক) প্রাগভাব : অন্নং ভট্ট তর্কসংগ্রহে প্রাগভাবের লক্ষণে বলেছেন "অনাদিঃ সান্তঃ প্রাগভাবঃ।" অর্থাৎ যে অভাব অনাদি কিন্তু সান্ত তা হলো প্রাগভাব। যে অভাবের উৎপত্তি নেই কিন্তু বিনাশ আছে তাই হলো প্রাগভাব। যেমন ঘটের উৎপত্তির পূর্বে ঘটের অভাব হলো প্রাগভাব। উৎপত্তির পূর্বে কার্যের প্রাগভাব থাকে।

(খ) ধ্বংসাভাব : অন্নং ভট্ট তর্কসংগ্রহে ধ্বংসাভাবের লক্ষণে বলেছেন— "সাদিরনন্তঃ প্রধ্বংসঃ"। অর্থাৎ যে অভাব আদিমুক্ত কিন্তু অন্তহীন সে হলো ধ্বংসাভাব। ধ্বংসাভাবের আদি বা শুরু আছে কিন্তু শেষ বা অন্ত নেই। উৎপত্তির পর ধ্বংস হলে কোনো কার্য

দ্রব্যের যখন আবার অভাব শুরু হয় তখন সেই অভাবকে ধ্বংসাভাব বলে। যেমন— ভেঙ্গে যাবার পর ঘটের যে অভাব তা হলো ধ্বংসাভাব।

(গ) অত্যন্তাভাব ঃ অন্নং ভট্ট তর্কসংগ্রহে অত্যন্তাভাবের লক্ষণে বলেছেন— "ত্রৈকালিকসংসর্গাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকোহত্যন্তাভাবঃ।" অর্থাৎ যে অভাবের প্রতিযোগিতা ত্রৈকালিক সংসর্গ দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয় তা হলো অত্যন্তাভাব। এই অভাব হলো ত্রৈকালিক তথা নিত্য। এর কোনো শুরু বা শেষ নেই। যে অভাব ত্রৈকালিক বা নিত্য এবং যার প্রতিযোগিতা তাদাত্ম্য ভিন্ন সম্বন্ধ দ্বারা অবচ্ছিন্ন তা হলো অত্যন্তাভাব। দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রন্থকার বলেছেন— ভূতলে ঘট নাই অর্থাৎ ভূতলে ঘটের অভাব।

(ঘ) অন্যোন্যাভাব ঃ অন্নং ভট্ট তর্কসংগ্রহে অন্যোন্যাভাবের লক্ষণে বলেছেন— "তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকোহন্যোন্যাভাবঃ।" অর্থাৎ যে অভাবের প্রতিযোগিতা তাদাত্ম্য সম্বন্ধ দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়, তা হলো অন্যোন্যাভাব। দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রন্থকার বলেছেন যে, ঘট পট নয়। অর্থাৎ পটে ঘটের তাদাত্ম্য নেই বা ভেদ আছে। পটের সঙ্গে সাথের ঘটের অভেদ সম্ভব নয়।